ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের যাঁর অপার কৃপায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর "অমিশ্রণ" কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আছে একান্নটি কবিতার সংমিশ্রণ। পবিত্র কুরআনের দু'টি সূরা ইয়াসীন ও আর-রহমানের কাব্যিক রূপ, কয়েকটি হামদ-নাত, প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও এর স্বাধীনতা, ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বানিয়াবহু এবং কুরআন ও প্রকৃতির উপর লেখা ছড়া ও কবিতা নিয়ে গ্রন্থটি সজ্জিত।

সত্যের সাথে মিথ্যার কোন আপোষ হতে পারে না। অথচ মানুষ অন্ধ হয়ে এ দু'টির সমন্বয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। "অমিশ্রণ" কাব্য গ্রন্থে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এ গ্রন্থে ভুল থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুল বা পুস্তকে মুদ্রণজনিত কোন ত্রুটি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক তা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার প্রয়াস পাব ইন্‌শাআল্লাহ।

আমার এই গ্রন্থ প্রকাশে অনেকের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছে। বিশেষ করে আমার সহধর্মিণী মিসেস শারমিন আমিন, পুত্রদ্বয় হাছিব ও ছাকিব এ ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সহকর্মী, গবেষক মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁর উৎসাহে এই গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

আল্লাহ আমাদের সকলের এই শ্রমকে কবুল করুন। আমিন!

মুহম্মদ রুহুল আমিন
আমিন মঞ্জিল
আদর্শপাড়া, ঝিনাইদহ
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

অমিশ্রণ কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে

আলকুরআনে রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে– "আমি তাঁকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং তা তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়। তা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৯) স্পষ্ট বুঝা যায় মক্কার লোকেরা খুবই উচ্চমানের সাহিত্য রচনায় অভ্যস্ত ছিল। তাঁদের কবিতা সাব'আ মুয়াল্লাকাত আজও পৃথিবী বিখ্যাত। এরা যখন কুরআনকে কাব্যের সাথে এবং রসূলকে কবিদের সাথে তুলনা করার প্রয়াস পেয়েছে শুধু তখনই তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানেও এর প্রতিবাদ হয়েছে। বলা হয়েছে– "তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লেখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৮) অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটাই ছিল মক্কার বিখ্যাত কবিদের সাথে রসূলকে তুলনা করার অপপ্রয়াস। অথচ তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন না। কোনদিন এক লাইন কবিতাও রচনা করেননি। কিন্তু তিনি বিভিন্ন কবিদের সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

অন্ধকার যুগে রসূলের বিপ্লবী দাওয়াতে অনেক বিখ্যাত কবিদের ঘুম ভাঙ্গে। তাঁরা স্বীকার করেন রসূল কবি নন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে বিখ্যাত মুখাদরামুন কবি বলে পরিচিতি লাভ করেন। মুখাদরামুন অর্থ যারা দুই যুগেই (জাহেলী ও ইসলামী যুগ) কবিতা রচনা করেছেন। কবিদের উদ্দেশ্যে যখন কুরআনে বলা হলো– "কবিদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখ না তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা তো বলে যা তারা করে না।" (সূরা শুয়ারা ঃ ২২৪-২২৬)। তখন ইসলাম গ্রহণকারী লবিদ এর মত বিখ্যাত কবিরাও কবিতা রচনা ছেড়ে দেন। কেউ কেউ রসূলের নিকট গিয়ে কবিতা রচনা প্রসঙ্গে এই আয়াতটি অবহিত করেন। পরক্ষণেই কারা কবিতা রচনা করতে পারবে তাদের চরিত্র বলে দেয়া হয়। বলা হলো– "(কবিতা রচনা তাদের জন্য প্রযোজ্য) যারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা শুয়ারা ঃ ২২৭)

সুতরাং বুঝা যায় ইসলামে কবিতা রচনাকে কখনো নিরুৎসাহিত করা হয়নি বরং জাহেলী কবিদের কবিতার বিরুদ্ধে কবিতা রচনার জন্য রসূলের উৎসাহব্যঞ্জক

সূচিপত্র

৯ ॥ অমিশ্রণ
১১ ॥ হবে না এমন
১৩ ॥ বর্ম
১৪ ॥ শৃঙ্খল
১৬ ॥ পশুবধ
১৮ ॥ কেটে যাবে কুয়াশা
২০ ॥ কাব্য সূরা ইয়াসীন
২৫ ॥ কাব্য সূরা আর-রহমান
২৯ ॥ অন্বেষণ
৩০ ॥ প্রশংসা
৩১ ॥ প্রার্থনা
৩২ ॥ আল্লাহু আল্লাহ
৩৩ ॥ কিসের তরে
৩৪ ॥ কার ইশারায়
৩৫ ॥ অসীম প্রেম
৩৬ ॥ আযানের সুরে
৩৭ ॥ শ্রেষ্ঠ ফুল
৩৮ ॥ আলোর ফোয়ারা
৩৯ ॥ সত্যালোয় অস্নাত হৃদয়
৪০ ॥ দ্বীপ
৪২ ॥ তারুণ্য
৪৩ ॥ হেরার আলোয়
৪৪ ॥ বন্ধু
৪৫ ॥ স্বাধীনতা
৪৭ ॥ বাংলাদেশ
৪৮ ॥ ফুল ছিঁড়িস না
তুমি ভালো ॥ ৪৯
সবার মাঝে তুমি ॥ ৫০
বিবেক ॥ ৫১
মুসলিম জাগো ॥ ৫৩
স্মৃতি অম্লান ॥ ৫৪
আঙ্গিনায় ॥ ৫৫
উর্মি দোলায় ॥ ৫৬
মন ছুটে যায় ॥ ৫৭
পাওয়ার আশায় ॥ ৫৮
বানিয়াবহু কল্যাণ সমিতি ॥ ৫৯
গান তো আমি জানিনা ॥ ৬১
চলো হারিয়ে যাই ॥ ৬২
স্বগ্রাম ॥ ৬৩
তোমাকে স্মরি ॥ ৬৫
প্রভাত সূর্য ॥ ৬৬
আরেক আমি ॥ ৬৭
মুক্তির সীমা ॥ ৬৮
চির উল্লসিত ॥ ৬৯
সে ছায়ায় ॥ ৭০
চিরঞ্জীব ॥ ৭১
অবাঞ্ছিত গোলাপ ॥ ৭২
বনভোজন ॥ ৭৪
বসন্ত ॥ ৭৬
বৈশাখ ॥ ৭৭
মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ॥ ৭৯

অমিশ্রণ

রবি যখন উঠল হেসে
নিশি তখন যায় পালিয়ে।
নিশি আঁধার নামে যখন
দিনের আলো যায় হারিয়ে।

আলো আঁধার এক হয়ে
যায়না কভু মিশে।
তেলে-জলে এক হয়না
যতই ফেল পিষে।

দিবা নিশি হয়না কভু সমান।
রাতে আঁধার, আলো দিনের প্রাণ।

পদ মাথা এক হয়না
মাথা থাকে উচে।
পদ চলে মাটির পরে
থাকে সদা নিচে।

আকাশ পাতাল বিভেদ হয়ে
ভিন্ন দিকে বয়।
আকাশ উচে, পাতাল নিচে
না কেহ কারে ছোঁয়।

নদী আর সাগর জল
যেখান এসে মিলে-
এক রেখা তৈরি হলেও
পৃথক হয়ে চলে।

নর-পশু খোদার সৃষ্টি
বুদ্ধি তাদের ভিন্ন।
বিবেক পশুর স্বল্প
নর বিবেক অনন্য।

জ্ঞানীদের মর্যাদা .
আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের মত।
মূর্খদের অজ্ঞতা
ঘুটঘুটে অন্ধকার যত।

বুদ্ধি বলে রাজারা
প্রজারে শাসে।
প্রজারা চিরকাল
রাজার বশে।

পশুর রাজ্যে সিংহরা
অতি ভীষণ বড়।
সিংহের খাবার লোভে
হায়েনা হয় জড়ো।

নবী-রসূল-মানুষ মাঝে
ব্যবধান অতি ব্যাপক।
সৃষ্টি সেরা, নবী-রসূল
মনোনীত পথ প্রদর্শক।

সত্যের আলোয় মিথ্যাকে
করবে যখন আঘাত।
মিথ্যার তখন মৃত্যু হবে
বইবে আলো প্রভাত।

সত্য, সত্য, তিনিই সত্য,
তিনি ভিন্ন কে বা আছে আর?
অনন্ত অসীম, সৃষ্টি সসীম,
তুলনা তাঁর অপার।

মিথ্যাকে সত্যের সাথে
করো না মিশ্রণ।
সৃষ্টিকে করো না
স্রষ্টার সাথে দূষণ।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৪